দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ : বিভাগ বনাম গ্রেডিং

মানে বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বেদন করার যোগ্যতা হিসেবে বিভাগ এবং গ্রেডিং-এর ন্বয় সাধন করা হচ্ছে। তবে সেখানে প্রথম বিভাগের মান হিসেবে জিপিএ ৩.৫০ এবং দ্বিতীয় বিভাগের মান হিসেবে জিপিএ ৩.০০ ধরা হয়। আমরা জানি, % নম্বর পেলে দ্বিতীয় বিভাগ। এইচএসসিতে ৪৫০ রই দ্বিতীয় বিভাগ। গ্রেডিং-এর যুগে HSC-এর ১০টি য়কে পাঁচটি বিষয় ধরা হয়। তাতে দ্বিতীয় বিভাগ তে হলে ৪৫×৫=২২৫ নম্বর পেতে হয়। যেহেতু %-এর ৩ পয়েন্ট সেহেতু জিপিএ ৩.০০ পেলে তার নতম নম্বর ৫০×৫=২৫০ হয়। দশ বিষয় কল্পনা করলে ×১০=৫০০ নম্বর হয়। যেখানে জিপিএ ৩.০০ এ ২৫০ র বা ৫০০ নম্বর হয়, সেখানে কী করে দ্বিতীয় বিভাগের ২৫ বা ৪৫০ নম্বর) সমমান জিপিএ ৩.০০ (২৫০ বা ০ নম্বর) ধরা হয়? কেননা জিপিএ ৩.০০-এর নিচেও পিএ আছে। এখানে কি বিভাগের সঙ্গে গ্রেডিং-এর মমা করা হলো না? বস্তুত জিপিএ ২.৫০ই দ্বিতীয় ভাগের মান হওয়া উচিত। যেমন কোনো ছাত্র চএসসিতে মোট ২৫ পয়েন্টের মধ্যে ১২.৫ পয়েন্ট ধে জিপিএ ২.৫০ পায়। সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো .৫ পয়েন্টে কত নম্বর আসে। ধরি একজন ছাত্র বাংলায় (৬০ নম্বর), ইংরেজিতে C (৪০ নম্বর বা ২ পয়েন্ট), াথে C (৪০ নম্বর বা ২ পয়েন্ট), রসায়নে C (৪০ নম্বর ২ পয়েন্ট) এবং গণিতে B (৫০ নম্বর বা ৩ পয়েন্ট), লো। তাতে তার মোট পয়েন্ট আসে ১২.৫ এবং পিএ ২.৫০। এবার দেখি ন্যূনতম কত নম্বর আসে? (বাং) ৬০+(ইং) ৪০+(প) ৪০+(র) ৪০+(গ)৫০ = ২৩০ নম্বর। যদি ১০ বিষয় কল্পনা করা হয় তাহলে ৪৬০। জিপিএ ২.৫০ কে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন তার প্রাপ্ত নম্বর কোনোভাবেই দ্বিতীয় বিভাগের নম্বরের (২২৫ বা ৪৫০) নিচে আসবে না বরং সব সময় ন্যূনতম ২০-৪০ নম্বর বেশিই থাকবে। তাহলে কেন দ্বিতীয় বিভাগের সমমান হিসেবে জিপিএ ২.৫০ ধরা হবে না?

আর যারা মনে করছেন A^+ এর জোয়ারে (৩০,০০০ A+) জিপিএ ২.৫০-এর কীই বা মূল্য আছে? তারা হয়তো মনে করতে পারবেন যে গ্রেডিং যে বছর থেকে শুরু হয় (২০০১) সেসময় SSC সারাদেশে মাত্র ৭৫ জন A^+ পেয়েছিল, আর A গ্রেড বা জিপিএ ৪.০০, ৩০,০০০ পেয়েছিল কিনা সন্দেহ। অথচ তার আগের বছর অনেক ভালো রেজাল্ট করেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। তাহলে হঠাৎ কেন এই বিপর্যয় আর এখন A^+-এর ছড়াছড়ি! কারণ একটাই, তখন বিষয়টা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, তখন যারা ৩.৫-এর ওপরে পেয়েছে তারা সবাই A^+ পাওয়ার মতো মেধাবী। এইচএসসি-তে গ্রেডিং শুরু হয় ২০০৩ সাল থেকে। তখন সারা দেশে ৩০০-এর কিছু বেশি A^+ পেয়েছিল । সুতরাং গ্রেডিং শুরুর পরবর্তী ৩-৪ বছরের ২.৫০ পয়েন্টও অনেক মূল্যবান। অনেক ক্ষেত্রে এখনকার জিপিএ ৪.০০-এর চেয়েও বেশি হতে পারে। যা হোক বর্তমানে বড় বড় সার্কুলারে দ্বিতীয় বিভাগের সমমান জিপিএ ৩.০০ দেয়া হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে? এমন অনেক ছাত্র আছে যারা জিপিএ ২.৫-এর নিচে পেয়েও দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর অতিক্রম করেছে। কেননা এখানে ৪০ আর ৪৯ সমান। একটা ছেলে হয়তো ৪৭ পেয়েছে কিন্তু ধরা হচ্ছে ৪০। সুতরাং গড়ে দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়ার চেয়ে জিপিএ ২.৫ পাওয়া অধিকতর কঠিন। একটা ভালো ছাত্রের জীবনেও কোনো কারণে খারাপ রেজাল্ট হতে পারে। এক বন্ধু ২০০১ সালে এসএসসিতে GPA-8.80 পায়। কিন্তু ২০০৪ সালে অসুস্থতার কারণে জিপিএ ২.৫০ পেয়েছে। কিন্তু তার মেধার জন্য ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত ভালো করছে। সুতরাং একটা রেজাল্টের জন্য সে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও ভালো চাকরির জন্য আবেদন করতে না পারে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তার কী লাভ? সুতরাং তাকে সুযোগ দিতে হবে, মেধা থাকলে চান্স পাবে, তাকে তো এমনিতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। তাই বলবো– এটা করুণা নয় বাস্তবসম্মত এবং সময় উপযোগী দাবি। আবেদনের যোগ্যতা হিসাবে যদি দ্বিতীয় বিভাগ চাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই জিপিএ ২.৫০কে আবেদন করতে দিতে হবে। নতুবা এটা গ্রেডিং-এর ছাত্রদের জন্য পরিহাসের বিষয় হবে। ছাত্রদেরকে এই শঙ্কা থেকে মুক্ত করতে সরকারকেই নির্ধারণ করে দিতে হবে, দ্বিতীয় বিভাগের সমমান জিপিএ ২.৫০। বিষয়টি বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সচেতন সবার কাছে আবেদন করছি।

রিয়াজ সিনহা,
গণিত বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।